প্রবাসের চিটি

আকাশ

শ্রদ্ধেয় মুক্ত-মনা, ও ভিন্নমত এর সম্পাদকবৃন্দ। আমার প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে আমি নিজেই বিস্মীত হয়েছি। প্রথমেই টেলিফোন করলেন শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ দা- আকাশ তুমি ঠিক আছো তো?
অবিকল যেন সেই তিরিশ বছর আগের আমার হেড স্যারের ভাষা ও কন্ঠস্বর।
তারপর আলমগীর ভাই, এক উদ্দিগ্ন অভিভাবকের ভাষায়-
আকাশ তুমি ভালো থেকো সেইফ থেকো, নিরাপত্তা বিভাগকে জানিয়ে রেখো।
তারপর জাহেদ ভাই- তুমি ও তোমার পরিবারের জন্য আমরা সবাই ভীষণ চিন্তিত। আকাশ আমার টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রেখো, প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন দিয়ো।

আশ্চর্য, মানুষ মানুষকে এতো ভালবাসতে পারে? আমিতো টেরই পাইনি, কখন যে মিথ্যা স্বর্গলোভী অশুরেরা জঘন্য শরিয়তের শাণিত তলোয়ার হাতে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মসজিদে ওদের কানাকানি টের পেয়ে আমার বন্ধু শ্যামল আপনাদের কাছে ই-মেইল করলো- আমাদের আকাশ ইজ ইন্ ডিপ ট্রাবল। তারপর বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি টেলিফোন, ই-মেইল আসলো। আমার লেখা পড়ে, সমর্থন করে কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে তা ভাবতেই পারিনি। ধর্মান্ধ মাতালদেরকে তারা বুঝাতে সক্ষম হলো যে মানুষ খুন করে পরপারের স্বর্গ-যাত্রার পথে জীবনের বাকী দিনগুলো, এপারে পৃথিবীর জেলখানায় কাটাতে হবে। তারা ভয় পেয়ে গেলো। আমার পেছন ছেড়ে আমার লেখাগুলোর সন্ধানে তারা হৈন্য হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো। লাভ হলোনা কিছুই বরং তাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো। আমার লেখার পথ ধরে, তাদের কিছু লোক সন্ধান পেয়ে গেলো এক সুন্দর ভুবনের। দু দিন আগেও এদের কেউই মুক্ত-মনা ও ভিন্নমতের নামটাই জানতোনা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য আজ ওয়েব-সাইট দুটির লিংক তাদের অনেকের কমপিউটারের ফেভারেইটে সেইভ করে নিয়েছে। সেদিন রাজু ইসলাম নামের এক যুবক এসে বল্লো-

- আকাশ ভাই, আমার মন চায় আগামী শুক্রবারে সমেবেত জনতার সামনে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করি এসব কি? আশারায়ে মোবাশ্বারা (জীবিত অবস্থায় দশজন বেহেস্তের সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত) সাহবীগণ এমন সন্ত্রাসী ছিলেন তা আগে জানতামনা।
- কার লেখা পড়েছো রাজু?
- কাশেম সাহেব আর আলী সিনার। কঠিন ইংরেজী, পড়তে কিছুটা অসুবিধা হয় কিন্তু সারমর্ম মোটামুটি বুঝি।
- আমি তাদের লেখা বাংলা করে দেবো, তুমি পড়বে?
- আমি মনে করি সবগুলো লেখার বাংলা করা উচিৎ।

এই রাজু জামাত সমর্থন করে। সাঈদীর অন্ধ-ভক্ত। এখন সে বাংলাদেশের খন্ড-বিখন্ড ইসলামের সাথে ১৫শো বছরের পুরনো ইসলামের তুলনা করে, সত্যের সন্ধান খোঁজে। নিজামী, আমিনীর রাজনীতির সাথে আলী (রাঃ) ও

মোয়াবিয়ার (রাঃ) রাজনীতির মিল পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। ইসলাম ও শরিয়তের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপধারণ, যুব-সমাজের অনেকের চোখে ধরা পড়েছে। প্রশ্ন করার, যুক্তি খোঁজার, সত্য উদঘাটনের প্রয়োজন বোধ করছে। সন্দেহ, সংষয়ে আলো-আধারের মাঝামাঝি অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর অগণিত যুব সমাজের সংষয় দূরীকরণে, তাদের হাতে তলোয়ারের বদলে কলম তোলে দেয়ার লক্ষ্যে, মুক্ত-মনা ও ভিন্নমতের মত ওয়েব-সাইটের বড়ই প্রয়োজন।

মৃত্যুকে কামনা করিনা, ভয় ও করিনা মোটেই, তবে ঘৃনা করি। আমাকে ঘিরে আছে সদা হাস্যোজ্বল চোখের পাঁচটি অপ্রস্ফুটিত লাল-শালিকের ফুল। সর্বক্ষণ চেয়ে আছে আলোর প্রতীক্ষায়। এরাই হবে আগামী দিনের আলো হাতে-আঁধারের যাত্রীর পথের দিশারী। আমাকে সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে।

ইতি-

আপনাদের আকাশ।